আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখ ঃ ১১-০১-২০২২ (পৃঃ ০৪)

চাল নিয়ে চালবাজি

ধানের নামে হোক চালের ব্র্যান্ডিং

চাল দেশের প্রধান খাদ্য। বাঙালি পরিচয়ের অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে দানা জাতীয় এ খাদ্যটি। 'ভেতো বাঙালি' শব্দটি সে প্রমাণই বহন করে। দুনিয়ার আরও অনেক দেশে চাল প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হলেও গড়পড়তা বাংলাদেশেই ভাত খাওয়া হয় সবচেয়ে বেশি। চালের দাম বেশি হলে এ দেশে অস্থিতিশীলতার আশঙ্কা দেখা দেয়। জনবিক্ষোভের ভয়ে চাহিদার চেয়ে বেশি চাল আমদানি করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। দেশে চাল নিয়ে চালবাজির চেষ্টা করেন ব্যবসায়ীরা এ এক ওপেনসিক্রেট। মানুষের প্রধান খাদ্য নিয়ে চালবাজির সবচেয়ে বড় উদাহরণ বাজারে মিনিকেট, নাজিরশাইল ও কাজলা নামের তিন অভিজাত চালের আধিপত্য। দেশের বাজারগুলো এ তিন চালে সয়লাব হলেও এসব নামে বাস্তবে কোনো ধানই নেই। এসব নামের ধান যেমন দেশের কোথাও আবাদ হয় না, তেমনি এগুলো কেউ বিদেশ থেকে আমদানিও করে না। তার পরও বাজারে সেসব চালের ছড়াছড়ি চালকল মালিকদের চালবাজির কারণে। কৃষিবিজ্ঞানীদের অভিমত, মূলত দেশে উৎপাদিত ব্রি-২৮ ও ব্রি-২৯ ধানকেই মিলগুলো নিজেদের ইচ্ছামতো কেটে, মিক্স ও ওভারপলিশ করে নানা নামে বাজারে বিক্রি করে। ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী ব্র্যান্ডিং করা হয়। ফলে মানুষ অবাস্তব ধানের চিকন চালের নামে চালবাজির শিকার হচ্ছে। এ প্রতারণা বন্ধে আদালতের নির্দেশনাও রয়েছে। এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রতিটি ধানের নামে চালের ব্র্যান্ডিং করার নীতিমালা নিয়েছে সরকার। সম্মিলিতভাবে এ নীতিমালা নিয়ে কাজ করছে কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়। ধানের নামে চালের ব্র্যান্ডিং নিশ্চিত করা গেলে দেশের মানুষের প্রধান খাদ্যদ্রব্য নিয়ে প্রতারণার ফাঁদ পাতা বন্ধ হবে। প্রতারণার শিকার হওয়ার দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা পাবে ভোক্তারা। ধান বা চাল দেশের প্রধান খাদ্যই শুধু নয়, দেশের শান্তিশৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতারও অনুষঙ্গ। ফলে চালকল মালিকদের আগ্রাসী লোভ নিয়ন্ত্রণে সরকারকে আরও উদ্যোগী হতে হবে। এমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে যাতে সরকারের ধান-চাল ক্রয়নীতির সুফল মিল মালিক কিংবা ফড়িয়া নয়, সরাসরি কৃষক পায়। বন্ধ হয় কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মুনাফা অর্জনের পথ।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখ ঃ ১১-০১-২০২২ (পৃঃ ০৭)

ঘন কুয়াশা ও তীব্র ঠান্ডা

সৈয়দপুরে নষ্ট হচ্ছে ইরি বোরো বীজতলা

■ মো. আমিরুজ্জামান, সৈয়দপুর (নীলফামারী) সংবাদদাতা

ঘন কুয়াশা ও তীব্র শীতে সৈয়দপুর উপজেলায় ইরি-বোরো ধানের চারায় পচন দেখা দিয়েছে। নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে পুরো বীজতলা। এতে আবাদ শুরুর আগেই কৃষকরা ধান চাষ নিয়ে ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। ছাই দিয়ে পচন রোধের চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা হবে কি না তা নিয়ে উদ্বিগ্ন তারা। উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে সরজমিনে দেখা যায়, চলতি ইরি-বোরো মৌসুমের ধান চাষের জন্য তৈরি বীজতলার কিছু কিছু চারায় পচন ধরেছে। বেশির ভাগ বেচন (চারা) হলুদ ও লাল বর্ণের হয়ে পড়েছে। এখনো যেগুলো সবুজ রয়েছে সেগুলোর গোড়াতেও কালো রং ধারণ করেছে। আরো কয়েক দিন আবহাওয়ার একই অবস্থা বিরাজ করলে ঐ চারাগুলোও লাল বা হলুদ হয়ে পুরোপুরিভাবে পচনের মুখে পতিত হবে বলে মনে করছেন কৃষকরা।

উপজেলার কামারপুকুর ইউনিয়নের উত্তর অসুরখাই গ্রামের কৃষক শরীফুল ইসলাম (৩৫) জানান, তার দুই বিঘা জমির ২৯ জাতের ধানের বীজতলায় পচন ধরেছে। অধিকাংশই লালচে হয়ে গেছে। গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ঘনকুয়াশা পড়ায় শিশির জমে এ অবস্থা দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, নতুন বছরের প্রথম দিন থেকে শৈত্যপ্রবাহ ও ব্যাপক কুয়াশার কবলে বিপাকে পড়েছি। একইভাবে হতাশা ব্যক্ত করেন ঐ এলাকার কৃষক ইলিয়াস আলী। তিনি বলেন, ১২০ শতক জমির বিচন পুরোটাই নষ্ট হওয়ার পথে। ঘন কুয়াশা পড়া শুরু হওয়ার পর পরই প্রতিদিন খুব সকালে বীজতলায় গিয়ে চারা পাতায় জমে থাকা অতিরিক্ত শিশির ঝরাতে লাঠি চালিয়ে দিয়ে পরে ছাই ছিটাচ্ছি। কিন্তু দুপুরনাগাদ রোদের দেখা না মেলায় ভিজা ছাই না শুকানোর ফলে গোড়ায় কালো হয়ে যায়। এতে চারাগুলো হলুদ ও লাল হয়ে ক্রমেই পচনের দিকে যাচ্ছে। ফলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ব এবং সময়মতো আবাদ শুরু করা নিয়েও সমস্যায় পড়তে হবে। চারার সংকট সৃষ্টি হলে যেমন রোপণ বিলম্বিত হবে তেমনি খরচও বেড়ে যাবে। উপজেলার বিভিন্ন স্থানে শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশা থেকে বীজতলা রক্ষা করতে কৃষকরা পলিথিনে মুড়িয়ে দিয়েছেন।

সৈয়দপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাহিনা বেগম জানান, বৈরী আবহাওয়ার কারণে কৃষকরা বীজতলা নিয়ে কিছুটা সমস্যায় পড়েছেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, এরই মধ্যে শৈত্যপ্রবাহ কেটে যাবে। সূর্যালোক ও তাপ পেয়ে হলুদ ও লাল হয়ে যাওয়া চারায় প্রয়োজনীয় সেচ দিলে তা পুনরায় সবুজ ও সতেজ হয়ে রোপণ উপযোগী হবে।

সৈয়দপুর (নীলফামারী) : ঘন কুয়াশা থেকে বীজতলা বাঁচাতে পলিথিনে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ছবিটি কামারপুকুর ইউনিয়নের দক্ষিণ নিয়ামতপুর থেকে তোলা —ইত্তেফাক

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ঃ ১১-০১-২০২২ (পৃঃ ০৭)

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অর্জন

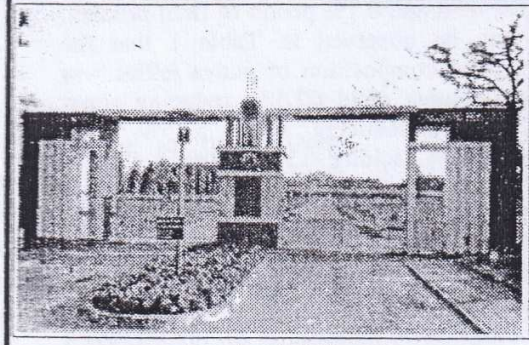

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)

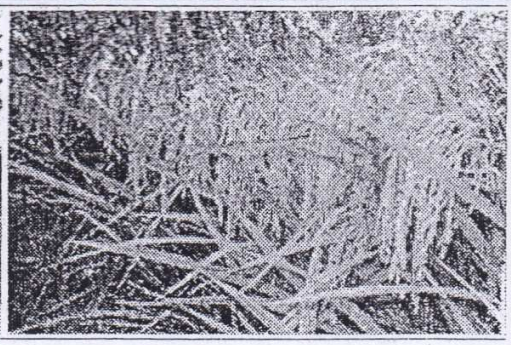

বঙ্গবন্ধু ধান১০০

১৯৭০ সালের ১ অক্টোবর প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) খাদ্য নিরাপত্তা ও জাতীয় অগ্রগতিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। এ অবদানের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হচ্ছে–

- সাতটি হাইব্রিডসহ ১০৬টি উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন। এদের ফলন সনাতন জাতের চেয়ে তিন গুণ বেশি।
- ব্রির এসব উদ্ভাবনের মধ্যে রয়েছে লবণাক্ততা সহনশীল ১১টি, আকস্মিক বন্যা মোকাবিলার দুটি, অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা এলাকার উপযোগী তিনটি, খরা সহনশীল তিনটি, স্বল্প জীবনকালের আগাম জাত ছয়টি, জিঙ্ক সমৃদ্ধ চারটি, সর্বাধিক ফলনের পাঁচটি , সুগন্ধি ও রপ্তানি উপযোগী নয়টি জাত।
- আধুনিক ধান চাষের জন্য মাটি, পানি ও সার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ৫০টির বেশি উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- ৫১টি লাভজনক ধানভিত্তিক শস্যক্রম উদ্ভাবন।
- ৩২টি কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।
- ধানের ৩২টি রোগ (১০টি প্রধান) ও ২৬৬টি ক্ষতিকর পোকা (২০টি প্রধান) শনাক্তকরণ এবং বালাই ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন।
- এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার কৃষি কর্মকর্তা ও কৃষককে বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৩৬৩টি বই-পত্র প্রকাশ।
- দেশ-বিদেশের প্রায় আট হাজার ধানের জার্মপ্লাজম ব্রি জিন ব্যাংকে সংরক্ষণ।
- প্রতি বছর ব্রি থেকে প্রায় ১০০ টন ব্রিডার বীজ উৎপাদন করে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা হয় যা পরে বর্ধিত আকারে বীজ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সারাদেশের কৃষকের কাছে যায়।
- দেশে আবাদকৃত উফশী ধানের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ জমিতে ব্রি উদ্ভাবিত ধানের জাত চাষ করা হয় এবং এ থেকে পাওয়া যায় দেশের মোট ধান উৎপাদনের প্রায় ৯১ ভাগ।
- ধান গবেষণা ও সম্প্রসারণে প্রতি এক টাকা বিনিয়োগ থেকে ৪৬ টাকা মুনাফা অর্জন।
- ১৪টি দেশে ব্রি উদ্ভাবিত ১৯টি জাতের ধান চাষ করা হচ্ছে।
- বিজ্ঞান ও কৃষি উন্নয়নে অবদানের জন্য ব্রি ও এর কয়েকজন বিজ্ঞানীর তিনবার স্বাধীনতা দিবস স্বর্ণ পদক ও তিনবার প্রেসিডেন্ট স্বর্ণ পদক, পরিবেশ পদক ২০০৯ এবং এমসিসিআই এওয়ার্ড ২০১৪, বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ২০১৬ এবং ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড এওয়ার্ড ২০১৬, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক অ্যাম্বো এওয়ার্ড ২০১৭সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মোট ২৫টি পুরস্কার লাভ।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর
Bangladesh Rice Research Institute, Gazipur
Phone : 49272061, PABX: 88-02-49272005-14, Fax: 88-02-49272000
E-mail: dg@brri.gov.bd; brrihq@yahoo.com.
Website : www.brri.gov.bd

এম-২৬/২২ (৬×৩)